শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Prasun Chatterjee S/o. Tapan Chatterjee ও Prasun Chatterjee S/o. Tapas Kr. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০২৯০ নং এফিডেভিট বলে Alma Nelita Dung Dung ও Alma Nelhita Dung Dung W/o. Felix Anand Kumar Dung Dung সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে জুলাই। ২ রা শ্রাবন, শনি বার। নবমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্র র র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ শ্রী বামাক্ষ্যাপার প্রয়াণ দিবস।
সাহিত্যিক বনফুল বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭৩৭ নং এফিডেভিট বলে Prabir Singha S/o. Shib Shankar Singha ও Prabir Singh S/o. S. S. Singha সাং নয়াসরাই, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬২১৭ নং এফিডেভিট বলে Sk. Soharab Molla S/o. Abdur Rashid Molla ও Sk. Soharab Molla S/o. Sk. Abdur Rashid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Adhayi Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kshitish Mondal, Khitish Mondal ও K Ch Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

NAME CHANGE

I, Abhijit Kumar Gupta S/o Shyam Sundar Gupta, R/o 61, Golf Club Road, P.O - Tollygunge, P.S - Jadavpur, Kolkata - 700033. In my driving licence (WB01 19790351500) my name is recorded as A K Gupta S/o Late S S Gupta. In my passport (T 1063056) my name is recorded as Abhijit Kumar Gupta S/o Shyam Sundar Gupta. Vide an affidavit before 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 15.07.2025. I Abhijit Kumar Gupta S/o Shyam Sundar Gupta & A K Gupta S/o Late S S Gupta is the same and one identical person.

NAME CHANGE

আমি Pratima Banerjee স্বামী Dulal Chandra Banerjee নিবাস 262/N, Banamali Banerjee Road, Haridevpur, Kolkata 700082. বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল Pratima Biswas D/o Dulal Ranjan Biswas, যাহা আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স (WB-9520160033989) নথিভুক্ত আছে। গত 17.07.2025 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে আমি Pratima Banerjee এবং Pratima Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। সর্বত্র Pratima Biswas নামের পরিবর্তে Pratima Banerjee নামে পরিচিত হলাম।

স্ব-ঘোষণা

আমি পায়েল বিশ্বাস, পিতা- পরেশনাথ বিশ্বাস, স্থায়ী ঠিকানা- ২৪/২ মুসলিম পাড়া লেন, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, জন সাধারণের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি- বহরমপুর কোর্ট, এফিডেভিট ক্রমিক নং-৬২৬২, তাং- ১০.০৭.২০২৫ মারফত স্বনামে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছি।

নোটিশ

আমার মক্কেল, শ্রীমতি শীলা মজুমদার, স্বামী প্রয়াত সুধাংশু কুমার মজুমদার, সাকিন - ৩/১, জপুর রোড, থানা : নাগের বাজার, কলকাতা - ৭০০০৭৪, ঘোষণা করছেন যে, তাঁর স্বামী সুধাংশু কুমার মজুমদার এবং তাঁর ননদ কাজল মজুমদার ক্রয় করেন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, দোতলায়, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : কালিদহ, জেএল নং ২৩, সিএস দাগ নং ১৫২০, ১৫২১, এবং ১৫২২, আরএস দাগ নং ৪৫২০, ৪৫২১, ৭ ৪৫২২, খতিয়ান নং ২৯৬, পুরসভা হোল্ডিং নং ৪২/১, এস এইচ কে বি সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭৪। বর্তমানে আমার ননদ প্রয়াত অবিবাহিত হিসেবে এবং আমার স্বামী প্রয়াত আমি এবং আমার পুত্র অম্বরিশ মজুমদার বর্তমান। উল্লেখ্য যে, কাজল মজুমদার এবং সুধাংশু মজুমদার এর মাতা সরোজিনী মজুমদার বহু পূর্বে গত হয়েছেন। সুতরাং আমরা মক্কেলগণই উক্ত সম্পত্তির আইনি উত্তরাধিকারী। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট দাবির বিষয়ে কোনওরূপ আপত্তি থাকলে এই নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে বা আমার মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

ডি কে পাল, অ্যাডভোকেট, ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট
(মোবাইল নং ৯৪৭৭১৫৯৭৭৩)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী তপন ভৌমিক**, পিতা- ৺জয়দেব ভৌমিক, সাং ও পোঃ চরশম্ভুনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, গত ইং ১৩.১২.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-12124/23 নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ৯০ নং পশ্চিম ভাতজাংলা মৌজাস্থিত RS ৯৯ নং ও LR ১৩২/১ নং খতিয়ান ভুক্ত, RS ৭৭২ নং ও LR ১৪১৮ নং দাগে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি **চয়ন বিশ্বাস**, পিতা চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের নিকট হইতে ক্রয় করেন। **চয়ন বিশ্বাস** উক্ত সম্পত্তি গত ইং ১৭.০৮.২০ তারিখের কৃষ্ণনগর DSR অফিসের I-5390/20 নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে **দীনেশ সিংহ রায়**, পিতা- মৃত অনিল সিংহ রায়- এর নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত **দীনেশ সিংহ রায়** গত ইংরাজী ১০.০৬.২০২০ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-3470/2020 নং একখানি আমমোক্তার নামা বলে **শ্রীমতি শিপ্রা চন্দ**, স্বামী- আশীষ চন্দ, সাং কালিপুর, পোঃ ভাতজাংলা, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। **শিপ্রা চন্দ** উক্ত সম্পত্তি গত ইং ১৭.০৩.২০১৪ তারিখের I-1976/14 নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে **(১) অমিত নাথ**, পিতা- ৺সঞ্জয় নাথ ও **(২) অমর নাথ রায়**, পিতা- ৺রঘু নাথ রায়-এদের নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং এই সম্পত্তি **অমিত নাথ** ও **অমর নাথ রায়** গত ইং ১২.০৬.২০১৩ তারিখের একই অফিসের I-5408/13 নং একখানি আমমোক্তার নামা বলে **উত্তম কুমার পন্ডিত**, পিতা- সনাতন পন্ডিত-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর - ১ BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Judge Paschim Medinipur.
J.Misc Case No.83/2024
Sri Sri Biseswar Mahadeb Jew & Sri Sri Sitala Mata Thakurani Mondir Unnayan Samitee Trust Represneted by President Kamal Kanta Baidya AND **Secretary Sri sujay Nayak**
.... Petitioners

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, **শ্রীশ্রী বিশ্বেশ্বর মহাদেব জীউ**, এবং **শ্রী শ্রী শীতলা মাতা ঠাকুরানী মন্দির উন্নয়ন সমিতি ট্রাষ্ট** এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট **কমল কান্ত বৈদ্য** ও সেক্রেটারী **শ্রী সুজয় নায়েক** দরখাস্তকারীগন হইয়া নিম্নের তপশীল বর্ণিত ভু-সম্পত্তি ১৬,৮০,০০০/- টাকায় বিক্রয়ের নিমিত্ত হুজুরাদলতে দরখাস্ত করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- বেলদা, মৌজা- সোহাগপুর, জে. এল. নং-২৫৪, খতিয়ান নং১০৬, দাগ নং -১১১১/২২৯৪ জল, পরিমান-০.২১ একর

অনুমত্যানুসারে
বিভাস মন্ডল (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত মেদিনীপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Judge, Paschim Midnapore
J. Misc Case No - 54/2023

নাবালক **শ্রী অনিমেশ শাসমল** পক্ষে স্বাভাবিক রক্ষক গার্জেন পিতা- **শ্রী স্মৃতি কুমার শাসমল**, পিতা- ৺ক্ষিতীশ চন্দ্র শাসমল সাং-উত্তর নিমকী মোহাড়, থানা-সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর । .....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র নাবালক দরখাস্তকারী পক্ষে তাহার স্বাভাবিক রক্ষক গার্জেন পিতা **শ্রী স্মৃতি কুমার শাসমল** নাবালক **শ্রী অনিমেশ শাসমল** এর স্বত্বীয় দখলি নিম্নের তপশীলে বর্নিত সম্পত্তি সমূহ উক্ত নাবালকের গার্জেন স্বরূপে বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনায় অত্র **J. Misc no - 54/2023** নং মোকর্দ্দমা অত্র আদালতে উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয় আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুগ কার্য্য করা যাইবে।

তপশীল

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও সাবরেজেষ্ট্রী অফিস- সবং, মৌজা-নিমকী মোহাড়, জে.এল. নং-৩৯৮, হাল খতিয়ান নং-২৯৪২,
২৭৭ দাগে জল ২৪ ডেঃ মধ্যে ১২ ডেঃ মধ্যে- ০৬ ডেঃ , **১৫৬০ দাগে** জল ০৮ ডেঃ মধ্যে ০৪ ডেঃ মধ্যে- ০২ ডেঃ, **১৫৬১ দাগে** জল ০৭ ডেঃ মধ্যে ৩.৫ ডেঃ মধ্যে- ০১ ডেঃ, **১৫৬৩ দাগে** জল ১২ ডেঃ মধ্যে ০৬ ডেঃ মধ্যে - ০৩ ডেঃ, **মোট -১২ ডেঃ**

আদেশানুসারে;
বিভাস মন্ডল (সেরেস্তাদার)
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত,

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণদের জানানো হইতেছে যে, মূল দলিল, যাহা হুগলী সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ১৯৯৬ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ১৮৩৬/১৯৯৬, ১নং বহির, ভল্যুম নং ৩২, পাতা নং ৪৯ থেকে ৫৪ লিপিবদ্ধ (যেখানে গোপাল চন্দ্র ঘোষ দীং বিক্রেতাগণ এবং গোবিন্দ মুখার্জ্জী ক্রেতা) যাহার জেলা হুগলী ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও থানা চুঁচুড়া, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ৩০ নং ওয়ার্ডের, সষ্টিতলা মহল্লায় ১৩৭/ ১৮৮/৩০ নং হোল্ডিং এর অন্তর্ভুক্ত, মৌজা- উত্তর চন্দননগরের সামিল, জে. এল নং-২১, ১১৬৫ নং আর.এস খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৩৮৪ খতিয়ানভুক্ত আর. এস. ২২৫৫ ও এল. আর ৪২৬৮ নং দাগে জমি বাংলা মাপে ১ কাঠা ৬ ছটাক ১৪ বর্গফুট যাহা আমার মক্কেল গোবিন্দ মুখার্জ্জী ওরফে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, পিতা মৃত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি জি.ডি.ই ০৫/০৭/২০২৫ তারিখে চুঁচুড়া থানায় রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং ৩০১ এবং একটি হলফনামা (ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিসট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট যাহার নং ৫৫৪০ তারিখ ০৮.০৭.২০২৫) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থানের উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমাণ সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত (এ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট হুগলী, চুঁচুড়া
মো: ৭০০৩৪৩১৭৬১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী অশোক কুমার দত্তমুন্সী** পিতা ৺অবনী দত্তমুন্সী বিগত ইং ০৩/০৭/২০১৪ তারিখে এ.আর.এ-III, কলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2442/2014 নং কোবালা দলিল মূলে (**শ্রী অশ্বিনী কুমার ঘোষাল** ও **শ্রী সুধীর কুমার দত্ত** মহাশয়ের সম্পত্তির কিয়দাংশ) ০১ কাঠা ১২ ছটাক ২৫ বর্গফুট সম্পত্তি **শ্রী সুধীর কুমার দত্ত** মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদামূলে প্রাপ্ত হইয়া বিগত ইং ২৯/০৯/২০১৪ তারিখে ডি.এস.আর.-১, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-349/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১)শ্রী অরূপ দে**, পিতা শ্রী সতীশ দে ও **২)শ্রী সুজয় মিশ্র** পিতা শ্রী মিন্টু মিশ্র মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ১৬/১০/২০১৫ তারিখে ডি.এস.আর-১., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9154/2015 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক** পিতা শ্রী অসীম ভৌমিক ও **২)শ্রীমতী অনিমা ভৌমিক** স্বামী শ্রী অসীম ভৌমিক উভয়ের সাকিম প্রযত্নে শ্রী বিশ্বনাথ দাস, ব্যান্ডেল কাজিডাঙ্গা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, ৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৭৪৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৩৩/ ৭৭৭ তথা হাল এল.আর. ৩৭১ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ০৬ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ০৩ শতক, তন্মধ্যে ০১ কাঠা ১২ ছটাক ২৫ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী অনিমা ভৌমিক** স্বামী শ্রী অসীম ভৌমিক আমার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা- চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-শ্রীমতী অনিমা ভৌমিক (ক্রেতা)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

২১ জুলাই তৃণমূলের সমাবেশে যানজটের আশঙ্কা, বন্ধ থাকবে কলকাতার বহু স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের বুকে ২১ জুলাই সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মহাসমাবেশকে ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম ও যানজটের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। সেই কারণেই শহরের একাধিক নামী স্কুল আগামী সোমবার স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষ করে ধর্মতলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত বেশ কয়েকটি স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তা ও যাতায়াতের সমস্যার কথা মাথায় রেখেই তারা স্কুল বন্ধ রাখছে।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ‘লা মার্টিনিয়র’, ‘লোরেটো হাউস’, ‘মডার্ন হাই স্কুল’, ‘ডন বসকো’, ‘হার্ট’, ‘সাউথ পয়েন্ট’, ‘দ্য হেরিটেজ’ সহ একাধিক স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের মেসেজ পাঠিয়ে স্কুল বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কিছু স্কুল অনলাইন ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। অন্যদিকে, শহরের উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিভিন্ন স্কুল, যেগুলি ধর্মতলার কাছাকাছি, তারাও এই দিন স্কুল বন্ধ রাখতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২১ জুলাই সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ধর্মতলায় পৌঁছবেন। ফলে বাস, ট্রেন, মেট্রো সহ একাধিক রাস্তায় ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে বলে সূত্রের খবর।

রাজ্যের প্রস্তাব মেনে বন্দরের বেহাল রাস্তা সারাতে রাজি বন্দর কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেহালা যেতে বা বিভিন্ন জায়গায় যেতে রিমাউন্ট রোড, হবোকেন রোড, ওল্ড গোরাগাছা রোড, হাইড রোড, তারাতলা রোড ধরতেই হয় অনেককে। এর ফলে ওই সব রাস্তায় দিনভর থাকে গাড়ির চাপ। আর এই গাড়ি অনবরত যাতায়াত করার জেরে রাস্তার মাঝখানে তৈরি হয়েছে বড় গর্ত। এরপর বৃষ্টিতে তা আরও বেহলা আকার ধারণ করেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, খানাখন্দে ভরা ওই সব বেহাল রাস্তা গাড়ি চলাচলের পক্ষে দুর্গম হয়ে পড়েছে। তবে সব থেকে খারাপ অবস্থা হাইড রোডের। অথচ রাস্তাগুলির সংস্কার নিয়ে এত দিন প্রশাসন কোনও হেলদোল দেখায়নি বলে অভিযোগ করছেন নিত্যযাত্রীরা। ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে রিমাউন্ট রোড, হবোকেন রোড, ওল্ড গোরাগাছা রোড হয়ে তারাতলা রোডের দূরত্ব মেরে কেটে দু’কিলোমিটার। যাত্রীদের অভিযোগ, ওই দূরত্ব পেরোতেই লাগছে এক ঘণ্টা।

শুধু তাই নয়, বেহাল রাস্তার জন্য গত এক মাসে পরপর দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর গর্তে পড়ে মোটরবাইক উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে অবিরত। কখনও আবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে। খানাখন্দে ভর্তি বন্দর এলাকায় সোনাই রোড, হাইড রোড গ্রামের রাস্তাকেও হার মানাবে। আর এই বেহাল রাস্তার জেরে দুর্ঘটনা, যানজট রোজকার সমস্যা।

দুর্দশার একই ছবি সিজিআর রোড, কোল ডক রোডে। বন্দর এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁদের এলাকায় রাস্তা সারাইয়ে উন্নত বিটুমিন (পিচ) ব্যবহার করা হয় না। শুধু দায়সারা গোছের ইট, বালি ঢেলে তাপ্পি মারা হয়।

বৈঠকে মূলত আলোচনা হয় বন্দর এলাকার বেহাল রাস্তা নিয়ে। রাস্তা নিয়ে কেন্দ্রের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও, তা শোনা হয় না বলে আগেই জানিয়েছিল রাজ্য। অবশেষে রাজ্যের প্রস্তাব মেনে বন্দরের বেহাল সমস্ত রাস্তা সারাতে রাজি হলেন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। যদিও এর আগে রাস্তা সারাতে বন্দর রাজি হলেও তারা পাল্টা শর্ত চাপিয়েছিল কলকাতা পুরসভার ঘাড়ে। বন্দরের বক্তব্য ছিল রবীন্দ্রসেতু বা হাওড়া ব্রিজ মেরামতি করে তারা। সেই সেতু ব্যবহার করে শহরের বহু মানুষ। তাই বকেয়া কর মেটাক পুরসভা। বন্দরের এই প্রস্তাব অবশ্য মেনে নিয়েছিল পুরসভা।

যদিও পুরসভার আর্জি, নিকাশির কাজে ও গুদাম ঘর বাবদ বন্দরের কাছে তাদের বহু টাকা কর বাকি রয়েছে। সেই টাকাও মেটানো হোক। বন্দর অবশ্য উপযুক্ত নথি সহ এই বিষয়ে আলোচনা চেয়েছিল।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে চলন্ত ট্যাক্সিতে আগুন। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা দশ নাগাদ ট্যাক্সিতে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ট্যাক্সিটি। দমকল সূত্রে খবর, ট্যাক্সিটি যখন কলকাতা থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল সেই সময় দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোল প্লাজার আগে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চালক এবং যাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দ্বিতীয় হুগলি সেতু ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। এই মুহূর্তে দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ করছে। কি কারণে আগুন তা স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান ইলেকট্রিক্যাল শট সার্কিট থেকে এই আগুন। এর ফলে হাওড়া থেকে কলকাতাগামী লেনে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

অনুবাদ কর্মশালায় মেট্রো রেলের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘অনুবাদ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম’-এর অঙ্গ হিসেবে কলকাতা মেট্রো রেলের সরকারি ভাষা বিভাগ একটি পূর্ণদিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার মূল বিষয় ছিল ‘অনুবাদ ও ব্যাকরণ’। এই কর্মশালায় বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-মধ্য রেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (সরকারি ভাষা) ড. শ্যাম সুন্দর সাহু।

প্রসঙ্গত, কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মেট্রো রেলের সরকারি ভাষা বিভাগ ৪০ দিনের একটি ‘অনুবাদ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম’ চালু করেছে। সেই প্রেক্ষিতেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ড. সাহু অনুবাদ ও ব্যাকরণের নানা দিক নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও সরকারি ভাষা বিভাগের আধিকারিকদের উদ্দেশে বিশদ ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নেরও উত্তর দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র রাজভাষা আধিকারিক কিরণ বোস। তিনি ড. সাহুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও বক্তব্য রাখার জন্য।

বাড়ানো হল লোকাল ট্রেনের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিদিনের যাতায়াতের চাপে শিয়ালদহ শাখার লোকাল ট্রেনগুলি কার্যত হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই চাপে সামান্য স্বস্তি দিতে পূর্ব রেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরও পাঁচটি অতিরিক্ত ইএমইউ লোকাল ট্রেন চালানোর। এই ট্রেনগুলি মূলত শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার এবং বারাসাত-বসিরহাট শাখায় চলবে।

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের মুখপাত্র একলব্য চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রতিদিন গড়ে ৯০০টির মতো লোকাল ট্রেন চলে এই শাখায়। কিন্তু যাত্রীসংখ্যার তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। তাই বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে কোন কোন রুটে চাপ সবচেয়ে বেশি। সেই অনুযায়ীই ট্রেন বাড়ানো হচ্ছে।

যে যে রুটে নতুন ট্রেন চালানো হচ্ছে

সোনারপুর থেকে ডায়মন্ড হারবার ভোর ৫টায় ছাড়বে।

ডায়মন্ড হারবার থেকে বালিগঞ্জ সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে, বালিগঞ্জ পৌঁছবে ৭টা ৫৬ মিনিটে।

বালিগঞ্জ থেকে সোনারপুর সকাল ৮টা ১৪ মিনিটে ছেড়ে, ৮টা ৩৩ মিনিটে পৌঁছবে।

বারাসাত থেকে বসিরহাট সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে ছেড়ে ৭টা ২৫ মিনিটে পৌঁছবে।

বসিরহাট থেকে বারাসাত সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে ছেড়ে, ৮টা ৩৭ মিনিটে পৌঁছবে।

বিশেষ করে দমদম ক্যান্টনমেন্ট ও বিধাননগর স্টেশনে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় সামলাতে এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্মশান সার্টিফিকেট মুদি দোকানে!

দুর্নীতির প্রতিবেদন করতে গিয়ে সাংবাদিক হেনস্তা, অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের লোকজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ যেন উলটো রাজার রাজত্ব। মৃতদেহ দাহ করার অনুমতি দিতে যে শংসাপত্র সাধারণত গ্রাম পঞ্চায়েত বা শ্মশান কমিটির দপ্তর থেকে মেলে, সেই গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলছে মুদি দোকান থেকে! বিস্ময়কর এই অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে আন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েতে। শুধু তাই নয়, সাংবাদিকরা এই অনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিবেদন করতে গেলে তাদের উপর চড়াও হয় স্থানীয় শাসক দলের অনুগামীরা।

জানা গিয়েছে, আন্দুল মহাশ্মশান কমিটির তরফে দাহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যে শংসাপত্র দেওয়া হয়, তা সরাসরি পাওয়া যাচ্ছে আন্দুল বাজার মোড়ে নিমাই সাধুখাঁ নামক এক ব্যক্তির মুদিখানার দোকান থেকে। দোকান ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সাঁটানো একটি নোটিসে লেখা আছে, সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে ওই দোকান থেকেই মিলবে শ্মশানের সার্টিফিকেট।

বিনামূল্যে নয়, এর জন্য সরকারিভাবে ২০ টাকা ও আনুষ্ঠানিক ভাবে ৫০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুর্নীতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়।

চোখে আঙুল দিয়ে অনিয়ম তুলে ধরতে গিয়ে হেনস্তার মুখে পড়েন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি। অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান তাঞ্জিলা তরফদারের ঘনিষ্ঠ কিছু লোক তাঁদের শারীরিক ও মৌখিকভাবে আক্রমণ করে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘটনার নিন্দা করে তদন্ত ও ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক প্রিয়া পাল। তবে এই ঘটনার রাজনৈতিক অভিঘাতও পড়তে শুরু করেছে। বিজেপি নেতা উমেশ রাই কটাক্ষ করে বলেন, এ তো তৃণমূল রাজত্বে স্বাভাবিক ঘটনা! শ্মশান সার্টিফিকেটও দোকানে বিকোচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে শ্মশানের শংসাপত্র বেচাকেনা চলতে পারে কী করে? সৎকারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে দুর্নীতি মেনে নেওয়া যায় না; এই দাবি তুলে শীঘ্রই এলাকায় প্রতিবাদ সভা হতে চলেছে।

উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল থানার আতপুর ফেরিঘাট গঙ্গা থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। শুক্রবার সকালে আতপুর ফেরিঘাটে গঙ্গায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। যদিও মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মণ কর্মকার জানান, সকালের দিকে ফেরি ঘাটে মৃতদেহটিকে ভাসতে দেখা যায়। তবে কিভাবে ঘাটে মৃতদেহটি এল, তা তিনি জানেন না। সম্ভবত, জলের স্রোতে মৃতদেহটি ভেসে ফেরিঘাটে এসেছে।

নতুন ‘মন্ত্রশক্তি’ নিয়েই এবার সেজে উঠবে উল্টোডাঙার পল্লিশ্রীর পুজো

কলকাতা: ক্যালেন্ডারের হিসেব বলছে, শারদোৎসবে মেতে উঠতে এখনও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে মাস দুই। তবে প্রস্তুতির জন্য তো বসে থাকা যায় না। বিভিন্ন সর্বজনীন পুজোয় যেমন এখন থেকেই থিম, প্যান্ডেল নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। উল্টোডাঙায় যেসব পুজোগুলো বছর বছর দর্শকদের চমকে দিয়ে আসছে তার মধ্যে অন্যতম উল্টোডাঙার পল্লিশ্রীর পুজো। এবছর তাদের পুজো ৭৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল। শুক্রবার দিন সকালে সম্পন্ন হল তাদের এবছরের খুঁটি পুজো। এই পুজোর সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী রবি পাল। তাঁর উদ্যোগেই উৎসবের আমেজ খুঁটিপুজো জুড়ে। এদিন ছিল আবার রবি পালের জন্মদিন। ফলে, খুঁটিপুজোর পাশাপাশি হল জন্মদিন উদ্‌যাপনও। পল্লিশ্রী সদস্যবৃন্দের শুভেচ্ছায় ভাসলেন রবি পাল। এই

পুজোর এবারের থিম মন্ত্র শক্তি। পুজোর চেয়ারম্যান ১৩ নম্বরের পুরপিতা ও তিন নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান অনিন্দ্য কিশোর রাউত। পুজোর উপদেষ্টা মানিকতলা বিধায়িকা সুপ্তি পাণ্ডে। সভাপতি রবি পাল জানান, প্রতিবারের মতো এবারেও সকলকে নিয়েই মহা ধুমধামে মেতে উঠবে পল্লিশ্রীবাসী। এখন শুধু তারই অপেক্ষা।